Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

অলক্ষিতে থেকে যাওয়া বাংলার মহিলা বিপ্লবী

মনিষা কয়াল, এম.এ ইতিহাস বিভাগ

ভারতীয় আধুনিকতা ও সেই সাথে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় পুরুষদের অপেক্ষা ভারতীয় মহিলাদের অংশগ্রহণ শুধুমাত্র বেশ কিছুকাল পরেই নয় বরং তাদের তত্ত্বাবধানেই ঘটেছিল। মহিলাদের কাছে বাড়ির অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগের বিষয়টি একেবারেই সহজ ছিল না। তা সে শিক্ষার জন্যেই হোক বা স্বাধীনতার যুদ্ধে নিজেকে উৎসর্গ করাই হোক। মহিলাদের সর্ব ক্ষেত্রে উভমুখী এক সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাংলার মহিলারাও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অন্যতম ধারা হিসাবে বিপ্লবী আন্দোলনে বাঙালি মহিলাদের যোগদানের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলায় অন্যতম বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল মূলত চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কলকাতা।

বাংলার বিপ্লবী সংগ্রাম বললেই আমাদের মাথায় আসে সূর্য সেন,বাঘা যতীন,ক্ষুদিরাম বসু,অরবিন্দ ঘোষের নাম। আর মহিলা বিপ্লবী বললে তার সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় অর্ধেকেরও কম। আমরা জানি শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, বীনা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদেদার এর মত গুটি কয়েক নাম। তবে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সংখ্যা কিংবা তাদের অবদান কোনোটাই কম ছিলোনা। সমগ্র বাংলায় বহু মেয়ে এই বৈপ্লবিক সংগ্রামে আন্তবলিদান দিয়ে গেছেন তারা আজও অগোচরেই রইলেন। আমার উদ্দেশ্য অলক্ষিতে থেকে যাওয়া এই মহিলা বিপ্লবীদের তুলে ধরা, যারা একসময় নিজের পরিবার পরিজন সামাজিক সম্মান এমনকি নিজের জীবন বাজি রেখে ভারতের স্বাধীনতার যজ্ঞে শেষ আহুতিটুকু দিয়েগেছেন। সেইসাথে মহিলাদের যোগদান তৎকালীন সময় বিপ্লবী আন্দোলনে যে পরিবর্তন এনেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করা। বিপ্লবী মানেই কি শুধু অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নামা? কিন্তু ননিবালা দেবীর মতো একজন বিধবার বিবাহিত সাজা, কল্পনা দত্তের বোমা বাধা শেখা, নিজের আড়াই মাসের শিশুকে রেখে সুশীলা মিত্রের বিনা দ্বিধায় কারাবরণ কিংবা সংগ্রামে যুক্ত সত্যবতীর মতো একজন গণিকারা জেলে মৃত্যুবরণ এইভাবেই যারা এই স্বশস্ত্র সংগ্রামে যুক্ত মানুষগুলিকে সাহায্যের জন্যে প্রতি নিয়ত কাজ করে গেছেন তাদের ভূমিকাই বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বা বুড়িবালামের যুদ্ধের থেকে কম কিসের?

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের পথ প্রস্তুত করছিল বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র। যার মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষা। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সর্ব প্রথম নারীদের অংশগ্রহনের সুযোগ না থাকলেও ঊনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকেই রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক সতী দাহ প্রথা রোধ ও বিধবা বিবাহের প্রবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার মধ্যে দেয় নারী সম্পর্কিত বিষয়গুলি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এছাড়াও ছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের মতো কিছু শিক্ষিত পুরুষ প্রথমদিকে নিজ সহচর্যে পরিবারের মহিলা সদস্যদের শিক্ষা দান শুরু করেন। এছাড়াও ১৮৪৯ সালের বেথুন স্কুল ও ১৮৭৯ সালে বেথুন কলেজ নারী শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখে। শিক্ষা তাদের কাছে নতুন এক বিশ্বের সন্ধান দেয়। গৃহের চারদেওয়ালের বাইরে দেশ বিদেশের বিভিন্ন ঘটনাবলী তথা বহিজগৎ সম্পর্কে জানা ও সেই সাথে নিজের দেশ তথা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তাদের মধ্যে তৈরি হতে থাকে। শিক্ষা নারীর ব্যাক্তিত্বের মধ্যে আত্মবল ও আত্মসম্মান বোধের জন্ম দেয়।

সেইসাথে তৈরি হয় বিভিন্ন মহিলা সংগঠন। যার মধ্যে ১৯১০ সালে শুরু হওয়া সরলা দেবী চৌধুরানীর ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল সর্ব প্রথম যেখানে মহিলা অধিকার ও সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। দীপালি ক্লাব, ছাত্রী সংঘ এর মত কিছু মহিলা সংগঠন, সাঁতার, সাইকেল চালানো, যুক্তিতর্ক এর আয়োজনের মাধ্যমে মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে সাবলম্বী করার প্রয়াস শুরু হয় এখান থেকেই। এই সংগঠনগুলি আধা বৈপ্লবিক সংঘ হিসাবে কাজ করতো। বিপ্লবীদের সাথে এই সংঘ গুলির গোপনে যোগাযোগও ছিল। এ প্রসঙ্গে যুগান্তর দলের বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের সাথে ছাত্রী সংঘের যোগাযোগের কথা উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ স্কুল ও উনিভার্সিটির ছাত্রীরা এর সদস্য ছিলেন। যার মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। কল্পনা দত্ত (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সাথে যুক্ত), প্রীতিলতা ওয়াদেদার, শান্তি, সুনীতি প্রমুখ ছাত্রী সংঘের সদস্য ছিলেন। তাই বলা যায় এই সংগঠনগুলি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তথা বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে মহিলাদের যোগদানকে এক প্রকার নিশ্চিত করেছিল। এছাড়াও পরিবারের বিপ্লবী পুরুষ সদস্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বহু মহিলা বিপ্লবী দল গুলিতে যোগদান করে। তবে ১৯২০ এর দশকের প্রথম দিকে বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামে খুবই মুষ্টিমেয় মহিলারাই যুক্ত হয়েছিলেন তাও সেটি মূলত সাহায্যকারীর ভূমিকায়। পরে ১৯৪০ এর দশক নাগাদ বিশেষ করে ১৯৩১ সালে ৫ই মার্চ গান্ধী আরোইন চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেসের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

যোগদানের উদ্দেশ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের বিরতি পর্বে স্কুল কলেজে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই সংগ্রামেও মহিলাদের যোগদান বৃদ্ধি পেয়েছিল ভালো রকম।

প্রথম মহিলা রাজবন্দি হাওড়ার **ননিবালাদেবী** (১৮৮৮-১৯৬৭) নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বিপ্লবী অমরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী এর সাহচর্যে বিপ্লবী সংগ্রামে যুক্ত হন। তিনি বিপ্লবী কর্মীদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। সময়টা ছিল ১৯১৪। এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন গ্রামের এক অশিক্ষিত বিধবা মহিলা। ষোলো বছর বয়সে বিধবা হওয়া ননিবালা শাখা সিঁদুর পরে সধবা সেজে জেলে বন্দী বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদারের কাছ থেকে গোপন খবরাখবর এনে দিলেন। পুলিশের হাতে থেকে বাঁচতে পেশোয়া চলে যান। পরে ধরা পড়লে তাকে কাশীর জেলে রাখা হয়। শত জেরার পরেও কিছু জানতে না পেরে পুলিশ লঙ্কা বেটে তার যৌনাঙ্গে ঢেলে দিয়ে অত্যাচার চালায়। তার সত্ত্বেও তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দেন যে শত শাস্তি দিলেও তিনি কিছুই বলবেন না। তিনি প্রথম মহিলা ছিলেন যাকে পুলিশ ১৮১৮ এর তৃতীয় রেগুলেশন অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছিল। জেলে তিনি ২১ দিন অনশন চালিয়েছিলেন। জেলে থাকাকালীন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে চড় কষিয়ে দেন। পরবর্তী কালে ছাড়া পেলেও সমাজ কিন্তু তাকে মেনে নেয়নি। শেষ জীবনটা রান্নার কাজ করে নিঃসঙ্গ জীবন কাটান তিনি।

এই বৈপ্লবিক রঙ্গমঞ্চে আর এক চরিত্র হল বীরভূমের **দুকরিবালা দেবী** (১৮৮৭-১৯৭০)। বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের সাথে তার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। তার হাত ধরেই বিপ্লব ক্ষেত্রে প্রবেশ তার। তিনি শুধু বিপ্লবীদের নিজ গৃহে আশ্রয়ই দিতেন না, তাদের চুরি করা কার্তুজ, পিস্তল সহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রও লুকিয়ে রাখতেন। তিনি এই অস্ত্র চালানোও শিখেছিলেন। পরে ধরা পড়ে গেলে যৌন নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয় তাকে। তিনি ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি। জেলেই তার ননিবালাদেবী এর সাথে সাক্ষাৎ হয় ও তিনি ননিবালা কে রান্না করে খাওয়াতেন। তিনি বাংলার প্রথম মহিলা বিপ্লবী যাকে অস্ত্র আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি ছাড়া পান।

১৮৮৩ সালে ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম হয় আর এক বিদ্রোহিনী নারীর। নাম **ক্ষীররদাসুন্দরী চৌধুরী**। বিপ্লবী ক্ষিতিশ চৌধুরী এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যুগান্তর দলের সাথে যুক্ত হন। বিপ্লবীদের সাথে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। পলাতক বিপ্লবীরা গা ঢাকা দিতে ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে ভাড়া থাকাকালীন তিনি সেই বাড়ির গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ক্ষিতিশ চৌধুরী এর মত বিপ্লবীরা তাকে মায়ের আসনে বসিয়ে

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

ছিলেন। ঘুরে বেরিছেন কখনো জামালপুর কখনো সিরাজগঞ্জ কখনো আসাম। কাশী ছেড়ে চলে আসার সময় দলের সদস্যদের উদ্দেশ্যে নিজের ঠিকানার কথা লিখে রেখে আসেন। ধরা পরে জেরার সত্বেও তিনি মুখ খোলেননি।

মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা **চারুশিলা দেবী** (১৮৮৩-১৯৭৯) ছিল এক অন্যতম নাম। বিপ্লবীদের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করেছেন বহুদিন। ১৯০৮ সালে মজ্জফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার আগে ক্ষুদিরাম বসু তার বাড়িতেই আন্তগোপন করেছিলেন। পরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গঠনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৩০এর মেদিনীপুরে লবন আইন ভঙ্গ আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। এমন সময় যখন মহিলারা বৈপ্লবিক সংগ্রামে নামার কথা ভাবতেই পারতেন না এমন একটি সময় তাদের যেন পথ দেখিয়ে দিলেন এরা।

বিমল প্রতিভা দেবী উড়িষ্যার কটকে জন্মে ছিলেন। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। স্বামী ছিলেন পেশায় ডাক্তার। বৈপ্লবিক কর্মকান্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সাথেই এর সাথেও যুক্ত হন। ১৯২৭ সালে ভারত নওজোয়ান সভার বাংলা শাখার প্রেসিডেন্ট নিবার্চিত হন। বাংলার বাইরেও বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলায় বন্দিদের মামলা চালানোর জন্য জালালাবাদ খণ্ডযুদ্ধে নিহত বিপ্লবীদের ছবি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেন।

বিপ্লবী আন্দোলনে **উজ্জ্বালা মুজুমদার** এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। ঢাকা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। তার পিতা বিপ্লবী সুরেশ মজুমদারের হাত ধরেই ঘটে তার বিপ্লবী ক্ষেত্রে পদার্পন। বীনা দাস, প্রীতিলতা ওয়াদেদারের আত্মহুতি প্রভাবিত করেছিল তাকে। তার পিতা বাড়িতে প্রায়ই অনেক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন। ম্যাট্রিক পাস করে বন্ধুর বাড়ি আসার ছলে তিনি কলকাতায় চলে আসেন বৈপ্লবিক দলে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ১৯৩৪ সালে মে মাসে মাত্র ২০ বছর বয়সে গভর্নর আন্ডারসনের হত্যার উদ্দেশ্যে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী এর সাথে দার্জিলিং এ যান। হারমনিয়ামের ভিতরে পিস্তল লুকিয়ে নিয়ে যান তিনি। পালিয়ে এসে যুগান্তর দলের আর এক কর্মী শোভারানির কাছে আশ্রয় নেন। পরে ধরা পরে গেলে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় তার। তার আত্মজীবনীতে জেলে থাকাকালীন বহু ঘটনার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। গান্ধীজির প্রচেষ্টায় তিনি ছাড়া পান ও ১৯৪২

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুনরায় কারাবরণ করেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি নোয়াখালির দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আর এক বিপ্লবী কলকাতার **পারুল মুখার্জী** ১৯১৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার ভাই অমূল্য মুখার্জি ছিলেন অনুশীলন দলের সদস্য। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৯২৯ সালে কুমিল্লায় কলকাতা কংগ্রেসের অনুকরনের স্বেচ্ছাসেবিক বাহিনী গড়ে তোলেন। সেইসাথে রংপুর, দিনাজপুরসহ সারা বাংলা ঘুরে অনুশীলন দলের বিভিন্ন শাখা গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। টিটাগড়ের একটি বাড়িতে গৃহকর্ত্রী সেজে অনুশীলন দলের বিপ্লবীদের বোমাবারুদ, পিস্তল, বিভিন্ন ম্যাপ ও কাগজপত্র লুকিয়ে রাখতেন। পুলিশ বাড়িতে ঘেরাও করলে বাকি বিপ্লবীদের পালাবার সুযোগ করে দেন ও পালাবার সুযোগ থাকলেও কাগজপত্র নষ্ট করার জন্যে সেখানেই থেকে যান ও গ্রেপ্তারের পর থানায় যৌন নির্যাতন করতে আসা অফিসারকে জুতো মারেন তিনি। জেলে থাকাকালীনও জেল বন্দীদের উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করে জেলের মেট্রোনকে চড় বসিয়ে দেন। ১৯৩৯ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান।

কমলা দাশগুপ্ত ১৯০৭-২০০০) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও ছাত্রী সংঘের এক অন্যতম সদস্য ছিলেন। বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের কাছে তিনি লাঠিখেলা শেখেন ও তার সাথেই যুগান্তর দলে যোগ দেন। মহিলা হোস্টেলের ম্যানেজার ছিলেন। হোস্টেলে তিনি শুধু বোমা সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়েই রাখতেন না, প্রয়োজনে ছদ্মবেশে সেগুলি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার কাজও করতেন। ধরা পড়ে জেলে যান। সেখানে তার সাথে দেখা হয় ডালহৌসি স্কয়ারের বোমা মামলায় অভিযুক্ত রেনু সেনের সাথে। জেল থেকে ফিরে পিস্তল চালানো শেখেন। তারই জোগাড় করা টাকায় কেনা পিস্তল দিয়ে ১৯৩২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি বেথুন কলেজের ছাত্রী বীনা দাস গভর্নর স্ট্যাকসনকে গুলি করেছিলেন। জেল থেকে ফিরে 'মন্দিরা' নামক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহিলাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ এর নোয়াখালীর দাঙ্গায় ধর্ষিত মহিলাদের বিবাহের আয়োজন করার উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো দুঃসাহসিক কাজও তিনি করেছিলেন। তার আত্মজীবনী 'রক্তের অক্ষরে' বিপ্লবী আন্দোলনের চিত্র ও সেই সাথে মহিলাদের সেই আন্দোলনে যোগদানের পিছনের মানসিক অবস্থা, পারিবারিক দোটানা ও সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্বাধীনতার সংকল্পে নারীর আত্মবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

সুহাসিনী গাঙ্গুলিকে কমলা দাশগুপ্ত যুগান্তর দলে আনেন। তিনি ছাত্রী সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি টেগার্ট সাহেবের হত্যার প্রচেষ্টাকারী বিপ্লবীদের আন্তগোপন করার জন্যে বাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্য এক বিপ্লবীর স্ত্রী সেজে পুলিশের চোখে ধুলো দেন। পরে ধরা পড়লে তাকে জেলে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি করে রাখা হয়।

যুগান্তর দলের সদস্য **প্রফুল্লনলিনী ব্রহ্ম** তার সহপাঠী শান্তি ঘোষ ও পরে সুনীতি চৌধুরীকে দলে আনেন। দলে আসা নতুন মহিলা সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতেন তিনি। কারারুদ্ধ অবস্থাতে চিকিৎসার অভাবে তার মৃত্যু হলে, শ্মশানে তার শেষ যাত্রায় শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষদের উপরও পুলিশ অত্যাচার চালায়।

কলকাতার **শোভারানি দত্তের** (১৯০৬-১৯৫০) পাঞ্জাবে থাকাকালীন লাল লাজপত রায়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় ও তার কাছেই বিপ্লবের অনুপ্রেরণা পান। গান্ধীবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেও বৈপ্লবিক কাজের সমর্থক ছিলেন। বহু পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার সাথে সাথে তাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতেন। ডালহৌসি বোম্ব মামলায় অভিযুক্ত মনোরঞ্জন রায়ের গোপন আস্তানার ব্যাবস্থা তিনিই করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে দার্জিলিং এ লেবণ মাঠে গভর্নর আন্ডার্সনের হত্যার চেষ্টার পর উজ্জ্বালা মজুমদার তার বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে উভয়ই কারাবন্দী হন। জেলের অত্যাচারের ফলে তিনি মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

সুশীলা মিত্র (১৮৯৩-১৯৪৮) ছিলেন আর এক দুঃসাহসী মহিলা। বিপ্লবীদের শুধুমাত্র নিজের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় দেওয়াই নয় তাদেরকে রান্না করেও খাওয়াতেন। পরে তিনি নোয়াখালীতে সরোজিনী নারী মঙ্গল সমিতি গড়ে তোলেন। মহিলাদের হাতের কাজ শেখানো হত। পরবর্তী কালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে করাবরণ করেন।

এছাড়াও নাম না জানা বহু গণিকা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী যুবকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯০৭ সালে অক্টোবরে সরকারি নির্দেশে উপেক্ষা করে বিডন স্কোয়ারে সভার আয়োজন করলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এর মোকাবিলায় গণিকারা বাড়ির ছাদে, বারান্দা, জানালা থেকে ইট ছুঁড়ে পুলিশের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। এ প্রসঙ্গে চিৎপুরে যৌন কর্মীরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকক্ষেত্রেই গণিকারা পলাতক বিপ্লবীদের যৌন পল্লীতে আশ্রয় দিতেন। নিজেদের উপার্জিত অর্থ, স্বর্ণালংকার সাহায্যার্থে তাদের হাতে তুলে দিতেন। তাছাড়াও আছেন নাম না জানা কিছু মহিলা যাদের মধ্যে একজন যিনি কমলা দাশগুপ্তকে বিপ্লবের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কারণ না

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

জিজ্ঞাসা করেই সঞ্চিত অর্থ দিয়েছিলেন। যেটা দিয়েই বীনা দাসের জন্যে পিস্তল কেনা হয়েছিল। এমন বহু মহিলা এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের সকলের নাম জানা যায়নি।

বাকি ক্ষেত্রগুলির মত বৈপ্লবিক ক্ষেত্রেও মহিলাদের যুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাদের শুধুমাত্র পরাধীন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলা মোচনের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শক্তির সাথে লড়াই করতে হয়নি, তাদের লড়তে হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধেও। তাদের বারংবার প্রমান করতে হয়েছে দুকরিবালা দেবীর নিবারণ ঘটককে বলা কথাটি "তুমি যদি দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পারো তাহলে তোমার মাও পারে।" ফলে ননিবালাদেবী থেকে সুনীতি চৌধুরী কিংবা উজ্জ্বালা মজুমদার পর্যন্ত আসার পথটা কখনোই সুগম ছিল না। প্রথম দিকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে শুধুমাত্র পুরুষেরাই যোগ দিতে পারতো। দলগুলির মধ্যে কঠোর নিয়মকানুন ও অনমনিয়তার কারণে সেখানে মহিলাদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। মনে করা হতো মহিলা সদস্যদের কোমল ও মাতৃসুলভ সান্নিধ্যে এসে দলের পুরুষ সদস্যরা তাদের পিতা মাতা বাড়ি কিংবা পরিজনদের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হতে পারবে না। যা দেশের জন্য নিজের জীবন বলিদানের সংকল্পের মধ্যে ছেদ ঘটাতে পারে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা পুলিন বিহারী দাস রাজনৈতিক পরিসীমায় মহিলাদের অংশগ্রহণের তীব্র বিরোধী ছিলেন, যা তার জীবন কাহিনী 'আমার জীবন' থেকে জানা যায়। অনেকে আবার মহিলাদের বিপ্লবী যোগসূত্রে গ্রেপ্তার হলে তাদের উপর শারীরিক ও যৌন নির্যাতন হওয়ার আশঙ্কার কোথাও তুলে ধরেছেন। এছাড়াও পুরুষ ও মহিলাদের একসাথে কাজ করার বিষয়টিকে তৎকালীন সমাজে কখনোই ভালো চোখে দেখা হত না। এক প্রসঙ্গে বিপ্লবী বনলতা সেন বলেছিলেন দলে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের অনুশীলন একত্রে ছিল নিষিদ্ধ। আবার অনেকে মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় দুর্বলতার কারণে বৈপ্লবিক কাজে প্রতিবন্ধকতার বিষয়টিকেও তুলে ধরেন।

১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকে বিপ্লবী আন্দোলনে মহিলাদের যোগদান বৃদ্ধি পায়নি, সেই সাথে বাঙালি মহিলা বিপ্লবীরা সেই সময়ে চলা গান্ধীবাদী আন্দোলনকেও চ্যালেঞ্জ করেছিল। তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ নেতা মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহনের পক্ষপাতি হলেও তিনি তাদের গঠনমূলক ও সৃজনশীল ভূমিকার কথাই তুলে ধরেছেন। মহিলাদের এই সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার বিষয়টি তার কাছে শুধু আদর্শ বিরোধীই নয় বরং ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধীও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে মহিলাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার বিরোধিতা করেছেন। শান্তি ঘোষ ও

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

সুনীতি চৌধুরীর কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যা প্রসঙ্গে বল্লভভাই প্যাটেল এটিকে জঘন্য অপরাধ ও ভারতীয় নারীত্বের ঐতিহ্যের অশোভন বলে মন্তব্য করেন।

বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনে মহিলা দের আগমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে হয়ে ছিল। কখনো ননিবালাদেবীর মতো সাহায্যকারী রূপে, কখনো প্রীতিলতা ওয়াদেদার মতো অস্ত্র হাতে, কখনো সত্যবতীর মতো গুপ্তচর রূপে। প্রত্যেকের প্রতিবাদের ধরন বা পথ আলাদা হলেও সকলের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, ঠিক যেমন ভাবে ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে এসে সহিংস বিপ্লবী ও অহিংস আন্দোলনে যুক্ত মানুষেরা মিশে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসন কাঠামোয় সবচেয়ে শক্তিশালী আঘাত হানতে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে বরাবরই মহিলাদের প্রান্তিক করে রাখা হয়েছে, বিশেষ করে বৈপ্লবিক আন্দোলনে। কারণ তৎকালীন সমাজ একটি আদর্শ মহিলার যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে করে বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা ছিল সম্পূর্ণ তার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই এর সাথে যুক্ত মহিলাদের সামনে একের পর এক বাধার সৃষ্টি হয় কিন্তু তারা শত বাধার সত্ত্বেও এর সামনে মাথা নত করে নি। নিজেদের সাহস উদ্যম ও দৃঢ় পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে তারা দেখিয়ে দিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তথা বৈপ্লবিক সংগ্রামে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিতে তারা প্রস্তুত ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। বাংলার মহিলা বিপ্লবীরা সমগ্র ভারতবর্ষের সামনে তুলে ধরে ছিল নারীর এক অনন্য রূপ যা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি মহিলা বিপ্লবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১. দাশগুপ্ত,কমলা,'রক্তের অক্ষরে',নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড, কলকাতা,১৯৫৪

২. দাশগুপ্ত, কমলা,'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলার নারী',বসুধারা প্রকাশনী,কলকাতা,১৯৬০

৩. গুহ,নলিনীকিশোর,'বাংলায় বিপ্লববাদ',এ মুখার্জী এন্ড কং লিমিটেড,কলকাতা,১৯৫৪

৪. ঘোষ,লিপিকা,'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী',অন্য স্বর,২০২১

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ,'চার অধ্যায়',শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৯৩৪

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়,শেখর,'পলাশী টু পার্টিশন এন্ড আফটার',ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান,২০১৭

৭. বিশ্বাস,নুপুর,দ্য পসিশন অফ ওমেন রেভলিউশনারীস ইন দ্য রেভলুশনারী মুভমেন্ট অফ বেঙ্গল',দ্বিতীয় ভাগ,২০২২

৮. দত্ত, শুভময়,'এন ইন্ট্রোডাক্টরী স্টুডি অফ দ্য ওমেন্স পার্টিসিপাশন ইন ইন্ডিয়াস ফ্রীডম স্ট্রাগলে', ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ হিস্টরি,২০২২

৯. ফোর্বস,জেরাল্ডইন্স,'ইন্ডিয়ান ওমেন এন্ড দ্য ফ্রীডম মুভমেন্ট',স্টেট উনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক,১৯৮০

১০. সেন,মধুরিমা,'ওমেন ইন দ্য ওয়ার ফ্রীডম উনভেলড বেঙ্গল১৯১৯-১৯৪৭',হইফেন,২০২২